R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
অফসেটে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
স্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ. ২৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯৩ সাল। ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৮৬ সাল।

নগদ মূল্য : ৩০ পয়সা বার্ষিক ১৫্ টাকা

চর এলাকার জমি নিয়ে দুই জেলায় বিরোধ

বিশেষ প্রতিবেদক : ফরাক্কা— ৪০০/৫০০ একরের চর গোবিন্দরামপুর এলাকার মালিকানা স্বত্ব নিয়ে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসন বিপাকে পড়েছেন। চরে ফসল লাগানো নিয়ে দুই জেলার মানুষের বিবাদ চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। মাঝে মাঝে লাঠালাঠি মারামারি, দাঙ্গা, খুনজখমও হয়। কিন্তু চরের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব কার—তা আজও স্থির হয়নি। ফলে ফসল বোনা ও কাটার সময় এক জেলার মানুষ আর এক জেলার মানুষের ফসল কেটে নেওয়ার বা জমির পরিমাণ নিয়ে গণ্ডগোল এখানে নৈমিত্তিক ঘটনা। এই সুদীর্ঘ-কালের অশান্তি নিরসনের উদ্দেশ্যে গত ২ ডিসেম্বর এন, টি, পি. সি ট্রানজিট ক্যাম্পে মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ অফিসার, মালদা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও এল, আর বিভাগের কর্মীদের মধ্যে এক বৈঠক বসে। বৈঠকে স্থির হয়, সরকারীভাবে সারভে করে সীমানা সম্পূর্ণ চিহ্নিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রশাসনিক মালিকানার সীমানা নির্দ্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। তাই পূর্বের জেলাশাসক দপ্তর থেকে পিলার দিয়ে যেভাবে জমি ভাগ করে দেওয়া হয়েছে ঐ ভাগ অনুযায়ী চাষবাস করতে হবে বলে এই সভা স্থির করে। চিহ্নিত পিলার দেওয়া জমি ছাড়া অন্য জমিতে চাষবাস করা আপাততঃ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রধান ডাকঘরে মনিঅর্ডারের টাকা আত্মসাৎ

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৮ নভেম্বর স্থানীয় এক মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে অনুসন্ধান করতে গেলে মনিঅর্ডারে প্রেরিত ৪০০ টাকা পোষ্টম্যান নিজেই সহি জাল করে আত্মসাৎ করেছে বলে সন্দেহ হয়। অনুসন্ধান চলাকালীন ঐ দিনেই পোষ্টম্যান স্মৃতি দাস অফিস থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করে বলে সংবাদ পাওয়া যায়। ডাকপাল উক্ত পোষ্টম্যানের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় একটি ডাইরী করেন। আমাদের দপ্তরে উক্ত ঘটনা ছাড়াও আর একটি মনিঅর্ডারের অভিযোগ এসেছে। অভিযোগ, ডাকপালকে সব ঘটনা জানানো সত্ত্বেও তিনি তেমন কোন গুরুত্ব দেননি। না হলে পূর্বেই ঘটনাগুলি ধরা পড়তো ও পোষ্টম্যান এত অধিক সংখ্যক মনিঅর্ডারের টাকা আত্মসাৎ করে পালিয়ে যেতে পারতো না। যে মহিলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ঘটনাটি ধরা পড়ে, সংবাদে জানা যায় ঐ মহিলাকে তাঁর মেয়ে কলকাতা ইন্টালী থেকে ৩২২ নং মনিঅর্ডারযোগে ৪০০ টাকা গত ২৪ অক্টোবর পাঠান। ঐ টাকা ৩১ অক্টোবর বিলি হয়েছে এই মর্মে প্রাপক সহিযুক্ত একনলেজমেন্ট ফেরতও পান। দ্বিতীয় মনিঅর্ডারটির প্রেরক বৈদ্যনাথ দাস জানান, তিনি গত ৬ অক্টোবর সিউড়ী থেকে ৯৬২৩ নং মনিঅর্ডারযোগে ৫০০ টাকা রঘুনাথগঞ্জের ঠিকানায় তাঁর স্ত্রী মঞ্জু দাসকে পাঠান। সেই টাকার ফেরৎ রসিদও তিনি পান। কিন্তু পরবর্ত্তীতে জানা যায় উক্ত দুটি টাকা কোন প্রাপকই পাননি। এবং সহি দুটিও তাদের নয়। শুধু এই দুটিই নয়, অনুসন্ধানে জানা যায় আরো অনেক প্রাপকই টাকা পাননি। অনুসন্ধান (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

নিয়মিত সাংবাদিক বৈঠক না করা অন্যায়

—চেয়ারম্যান

বিশেষ সংবাদদাতা : গত ২৭ নভেম্বর বহ-রমপুর রবীন্দ্র সদনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে প্রেস কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান অমরেন্দ্রনাথ সেন মন্তব্য করেন— মফঃস্বলের ক্ষুদ্র সংবাদপত্রগুলির সংবাদ সংগ্রহের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে রাজ্য সরকারের ১৯৮২ সালের একটি সার্কুলার। তাঁর মতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিয়মিত সাংবাদিক বৈঠক না করা অন্যায়। তিনি আরোও বলেন, মফঃস্বল সংবাদপত্রে প্রকাশিত সরকারী দুর্নীতি, অব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে কোন তদন্ত না হওয়া সে সম্বন্ধে কোন গুরুত্ব না দেওয়া ন্যায়নীতির দিক (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

জি আর এর চাল-গম পশুর অখাদ্য

রঘুনাথগঞ্জ : ৩ ডিসেম্বর এস, ইউ, সি, আই-এর নেতৃত্বে এক বিক্ষোভ মিছিল শহর পরিক্রমা করে মহকুমা শাসকের অফিসে হাজির হয়। মিছিলে শ্লোগান উঠে জি, আর এ পশুর অখাদ্য চাল-গম দেওয়া হচ্ছে কেন? বিক্ষোভকারীদের সাথে জি, আর হিসাবে যে চাল-গম দেওয়া হয়েছে তার নমুনা রিক্সাভ্যানে নিয়ে যাওয়া হয়। বিভিন্ন বক্তা রাস্তার মোড়ে মোড়ে যে বক্তব্য রাখেন তার সারমর্ম হচ্ছে—সরকার থেকে এই চাল-গম কি সত্যই দেওয়া হচ্ছে না বিতরণের পূর্বে কোন গোপন পথে তা (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

১৯৮৬ সালের নতুন চা—গৌহাটী, শিলিগুড়ি ও কলকাতার বাজার দরের সাথে সমতা রক্ষা করে চা ভাণ্ডারে পাওয়া যাচ্ছে "পাইকারী চা"। বেকার ও নতুন ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

ডায়মণ্ড বেকারী
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ভ্যারাইটিজ পাউরুটি ও বিস্কুট
প্রস্তুতকারক

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯৩ সাল

শীতকালীন

'বারমাস্যা' বলিয়া একটি শব্দ প্রচলিত আছে। ইহার অর্থ বার মাসের সুখ দুঃখ-কাহিনী। মধ্যযুগের বাংলা-কাব্যে বারমাস্যার সুন্দর বর্ণনা পাই। কবির কল্পনালোকের সে দুঃখকাহিনীর ব্যাপারটি আজ তাঁহারই দেশ-বাসী বাঙ্গালীর ভাগ্যাকাশকে এমন বিড়ম্বিত করিবে, কবি বোধকরি তাহা স্বপ্নও ভাবিতে পারেন নাই।

বস্তুত, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর আজ 'বারমাসা' বর্ণনা করা ছাড়া আর উপায় নাই। ইহাতে বয়সের, সামাজিক মর্যাদার কোন পার্থক্যের গণ্ডী থাকে না, তবুও দেখা যায়, বৃদ্ধেরা বৃদ্ধদের মজলিসে, প্রৌঢ়েরা প্রৌঢ়মহলে কর্মব্যস্ত যুবকেরা কর্মক্ষেত্রে, হাটে-বাজারে, রেস্তোরাঁয়, কর্মস্থলে 'ও দাদা, শুনছেন? আর ত পারি না' মুখবন্ধ করিয়া আরম্ভ করেন দুঃখের ইতিবৃত্ত। বেকারেরা চায়ের দোকানে বা নিজ বিশেষ জমায়েতের জায়গায় একই বলাকওয়া করিতেছেন। গৃহবধূরা প্রতিবেশিনীদের সহিত, বর্ষিয়সী গৃহিণীরা তাঁহাদের মহলে মুখরা হইয়া পড়েন।

আলোচ্য বিষয় প্রথমত হয় নিত্য-প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দরবৃদ্ধির প্লবগ-শীলতা লইয়া সামগ্রিকভাবে। ক্রমশঃ উহা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। বক্তৃতার কাল শেষ হইলে আবার সকলে দৈনন্দিন কর্মের খোলে প্রবেশ করেন।

শীত আসিয়া পড়িল। আমরা পাঠক-সমাজের সঙ্গে শীতকালীন দুঃখ কথা শুনাইব এবং শুনিব। মূলতঃ বিষয়টি পারস্পরিক। শীতের আনাজ হিসাবে কী খাইব না খাইব লইয়া আমরা বড় সমস্যায় পড়ি। শীত আমাদের কাছে এত বিচিত্র সম্ভার উপস্থিত করে যে, তখন যেন আমরা 'বাঁশবনে' পড়িয়া যাই।

কিন্তু এই বৎসর যেন বেশ ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যাইতেছে। শীতের আনাজপত্র আমাদের কাছে কোন সুখের বার্তাই আনিতেছে না। ক্রয়েচ্ছু মানুষের হাহুতাশ সার হইয়াছে। নিতান্ত অকুলীন আনাজ শাক হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ কৌলীন্য মর্যাদা সম্পন্ন কপি, টমেটো প্রভৃতির দর চক্ষু ছানাবড়া করিতেছে; ডালের বড়া, পোস্তর তরকারী স্বপ্নের মত। মাছ ও মাংস যথাক্রমে জলচর ও স্থলচর জীবের একদা অস্তিত্বের কথাই স্মরণ করাইতেছে। রসনার স্পর্শে আনিবার স্পর্দ্ধা কতজন করিতে পারে? এমভাবস্থায় আজকাল প্রত্যেকের বাড়ীতেই আত্মীয়-স্বজনের আগমন নিতান্ত অবাঞ্ছিত। দুধ ও গুড়যোগে পায়সপিঠার চিন্তায় জিহ্বা কণ্ডুয়ণ হয়।

তাই যে শীতকাল সকলের নিকটে একটা আদরনীয় ছিল, আজ তাহার কটাক্ষে সকলেই সন্ত্রস্ত। অতএব নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই শীতের বিদায় কি কাম্য নহে?

ভিন্নচোখে

স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে নয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির কর্মসূচী হিসাবে বিবাহে পণগ্রহণ আইনসম্মতভাবে দণ্ডনীয় বলে ঘোষিত হয়েছে। এই ঘোষণার বাস্তব রূপায়ণ আজও সম্ভব হয়নি। যতদিন পর্যন্ত না সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পরিবর্তন ঘটবে ততদিন পর্যন্ত এই নিষ্ঠুর প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন সম্ভব নয়। নারীর মূল্য অর্থের দাঁড়িপাল্লায় পরিমাপ করার মধ্যযুগীয় মান-সিকতা অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত হাজার হাজার আইন প্রণয়ন করে—আইনের রক্ত-চক্ষু দেখিয়ে এই ব্যাধির নিরাময় করা যাবে না। আজও গ্রামবাংলার হাজার হাজার নিরুপমা এই পণপ্রথার যূপকাষ্ঠে নিজেদের উৎসর্গ করছে। পণপ্রথার শিকারে ঘটছে অমানবিক বধূ নির্যাতন। বধূ হত্যা। সং-স্কৃতির আলোকে আলোকিত পরিবার-গুলিতেও এই অমানবিক ঘটনা প্রায় ঘটে চলেছে। এ বড়ই দুর্ভাগ্যজনক। তবে আশার কথা, আনন্দের কথা যুবসমাজের একাংশ এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে ক্রমশঃ সোচ্চার হচ্ছেন। তাঁরা বিনা যৌতুকে জীবনের সাথী নির্বাচন করছেন।

যদি 'বিবাহ' নামক সামাজিক প্রথাটি এক মধুর মিলনের প্রতীক হয় তবে বৈষয়িক মনকে নির্বাসন দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই নির্বাসন স্বেচ্ছায় হলে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে হলে 'যদিদং হৃদয়ং মম' এই মন্ত্রোচারণ সার্থক হয়ে উঠবে। দুটি মন—দুটি জীবন অনাবিল আনন্দে ভরে উঠবে।

মণি সেন

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

নিরপেক্ষ তদন্ত হ'ক

আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার মহকুমার ২নং রঘুনাথগঞ্জ ব্লকের অধীন ৯নং সেখালিপুর অঞ্চলের ১০নং ওয়ার্ডের একজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। আমার ১০নং ভাগে ক্রমিক সংখ্যা ৫৮১। আমি ৩০-১০-৮৬ বিকালে সরকারী এল, এল, এ শ্রীপ্রভাতকুমার উপাধ্যায় মহাশয়কে ৪৫ খানা অবজেকশন ফর্ম জমা দিই। রশিদ কাটার পূর্বেই এল, এল, এ এর কাছ থেকে নিয়ে নুমান সেখ, পিতা আলতাব সেখ, সাং রাধাকৃষ্ণপুর ফর্মগুলি ছিঁড়ে ফেলে। আমি এল, এল, এ-কে রশিদ চাইলে তিনি দিতে অপারগ হন। এরপর আমি এ্যাসিঃ রিটারনিং অফিসার বিডিও রঘুনাথগঞ্জকে লিখিতভাবে সমস্ত ঘটনা জানাই। তিনি এল, এল, এ-এর কাছ থেকেও তাঁর লিখিত মতামত গ্রহণ করে আমাকে (1001/EN Dated 30-10-86) নং চিঠিতে জানিয়ে দেন। যার ভিত্তিতে ১১-১১-৮৬ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের ই, ও, পি মঞ্জুর হোসেন পুনরায় ঘটনার তদন্ত করতে আসেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আসার পূর্বে তিনি আমাকে কোনরূপ খবর দেননি। কিন্তু আসামী-পক্ষকে সম্পূর্ণ জানিয়ে এবং তাদের সহায়তায় এসে তিনি তদন্ত করে যান। আমার বা প্রত্যক্ষদর্শী যারা ছিল তাদের বক্তব্য শোনা দরকার না মনে করে উপস্থিত ছিলেন না এমন কয়েকজনের মিথ্যা সাক্ষ্য গ্রহণ করে তিনি চলে যান! জানিনা তিনি কি মতামত প্রকাশ করেছেন। যেখানে এল, এল, এ-এর মতামত সবকিছু প্রমাণ করে সেখানে এখন পর্যন্ত আসামী নির্বিঘ্নে এমন একটা জঘন্য কাজ করেও ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ আমাকে ছেঁড়া ফর্মের জন্য কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়নি।

তাং ২৪-১১-৮৬ বিনীত—
শ্রীমানবেন্দ্রনারায়ণ রায়
সেখালিপুর

পাট পাহারায়

গত ১৭-৯-৮৬ আপনার পত্রিকায় জঙ্গিপুর টাউন ক্লাবের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অপপ্রচারের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। প্রথমত 'পাট পাহারায় ক্লাব' এই অভিযোগ প্রসঙ্গে জানাচ্ছি যে গত মরশুমে অপর্যাপ্ত পরিমাণ পাট উৎপাদনে ক্ষতিগ্রস্ত পাটচাষীদের উপ-কারের জন্য অস্থায়ী চুক্তিতে ক্লাবের হলঘরের সামান্য অংশে আমরা পাট (৩য় পৃষ্ঠায়)

কনভেনশন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২১ নভেম্বর স্থানীয় ম্যাকেঞ্জি পার্ক সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গোর্খাল্যাণ্ড-পন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতি রঘুনাথগঞ্জ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

জৈন কলোনীতে কাষ্টমের হানা

ধুলিয়ান : সম্প্রতি গভীর রাত্রে মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া কাষ্টমস যৌথভাবে স্থানীয় জৈন কলোনীতে হানা দেয়। বেশ কয়েকটি নামী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে হানা দিয়েও তাঁরা নাকি কোন বেআইনী মাল উদ্ধার করতে পারেননি। অকস্মাৎ এই হানা দেওয়ায় ব্যবসায়িক মহল বিশেষ ক্ষুব্ধ। ব্যবসায়ীদের জনৈক মুখপাত্র জানান, অধিক রাত্রে কাষ্টমসের এই হানায় বাড়ীর মহিলা ও শিশুদের যথেষ্ট দুর্ভোগ হয়েছে এবং তাঁরা এ ব্যাপারে অপমানিত বোধ করছেন।

বাস ষ্ট্যাণ্ডের ওয়েটিং রুম কি ফলের দোকান ?

রঘুনাথগঞ্জ : ফুলতলার বাসষ্ট্যাণ্ডে বহুচেষ্টিত ওয়েটিংরুম বর্তমানে ফলওয়ালা, পানওয়ালা-দের দখলে চলে গেছে। বাসযাত্রীদের অভিযোগ, পি, ডব্লু, ডির কর্মকর্তারা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন ? রাস্তা অব-রোধের নামে দোকান ঘর ভাঙ্গার সময় তাদের যে তৎপরতা দেখা গিয়েছিল এখন সে তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না কেন ? অনেকেই সন্দেহ করছেন, তদারককারী কর্মীদের সাথে এইসব বিক্রেতাদের গোপন লেনদেন আছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে মহিলারাও ওয়েটিং রুমে বসতে গেলে বিক্রেতারা তাদের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করে এবং বসতে দেয় না। যাত্রীদের বক্তব্য, যদি বিক্রেতারা কর্তৃপক্ষের মদত না পায় তবে এত সাহস তাদের হয় কি করে ?

পাট পাহারায়

(২য় পৃষ্ঠার পর)

মজুদ করতে দিয়েছিলাম। কিন্তু তাতে আপনাদের অভিযোগ অনুযায়ী ক্লাবের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের কোন ক্ষতি হয়নি। ১০ই জানুয়ারী (ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস, ২৩শে ও ২৬শে জানুয়ারী, ১৫ই আগষ্ট ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দিনগুলিতে ক্লাবের ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান জানাতে আমরা পেরেছি। উপরন্তু জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ক্রীড়া ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় আমাদের ক্লাবের সদস্যরা তাদের ধারাবাহিক সাফল্য রেখেও চলেছে। দ্বিতীয়ত, কোন অবস্থাতেই জঙ্গিপুর টাউন ক্লাব পুরসভা পরিচালনাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয় তুলে দেয়নি। প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছিল, চলছে এবং সুষ্ঠুভাবেই চলবে। আরো একটা কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি—'সাব্বিরকুমার নাইট' এর তথাকথিত লোকসান বা লাভের প্রভাব ক্লাবের সুষ্ঠু পরিচালনায় কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। টাউন ক্লাব যেমন চলছিল তেমনই চলছে এবং চলবে।

পরিশেষে লিখি যে, আমরা আপনার সঙ্গে একমত যে কোন ক্লাব কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়,—ক্লাব একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। অনুরূপভাবে আপনিও আমাদের সঙ্গে একমত হবেন যে সংবাদপত্র কারো ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান নয়। সংবাদপত্র একটি সামাজিক কণ্ঠ। তাই একপেশে প্রচারে দায়িত্ব ফুরোয় না। সব ধরনের মতামতই যাচাই করে নিতে হয়।

ভবদীয়—

২০-১০-৮৬ প্রণব সেনগুপ্ত, সম্পাদক

[চিঠিতে সম্পাদক, প্রকাশিত মূল অভিযোগ অস্বীকার করেননি। ক্লাবের অংশ যে তারা ভাড়া দিয়েছিলেন যে সত্যতা স্বীকারও করেছেন। তারা বলেছেন প্রাথমিক বিদ্যালয় তুলে দেওয়া হয়নি। কিন্তু বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনৈক দায়িত্বশীল ব্যক্তি আমাদের কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে বিদ্যালয়টি তুলে দেওয়া হচ্ছে। তাদের তৃতীয় বক্তব্য ক্লাব যেমন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, পত্রিকাও তেমনি গণকণ্ঠ। একথা আমরা স্বীকার করি। তাইতো তাদের আচরণে জনতার মনের কথা আমরা তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি। অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য হ'লে তাদের প্রতিবাদ নিশ্চয়ই সুদৃঢ় হতো। আমরা আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। কোন সংবাদই একপেশেভাবে প্রচার করা হয় না। তদুপরি আমরা কোন ভীতি বা চাপের কাছে নতি স্বীকার করে সংবাদ প্রকাশ থেকে বিরত হই না। সঃ জঃ সঃ]

বিচিত্র সংবাদ

সংসদের উভয়কক্ষের ৮৭৪ জন সদস্যের কাছে নয়াদিল্লী পুরসভার বকেয়া পাওনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। পুরসভার বাড়ির জল ও বিদ্যুৎ করের দরুণ এই টাকা পাওনা হয়েছে বলে জানা গেছে। টাকা যাঁরা বাকী রেখেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন—পি, শিবশঙ্কর, জে. ভেঙ্গলরাও, এম, এম, জেকব, অজিত পাঁজা, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, গণিখান চৌধুরী, জগদীশ টাইটেলার, রাজেন্দ্রকুমারী বাজপেয়ী, সরোজ খারপাড়ে, চিন্তামণি পাণিগ্রাহী, সন্তোষমোহন দেব প্রমুখ। কর বাকী রাখার তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন পরিকল্পনা রূপায়ণ দপ্তরের গণিখান চৌধুরী, তাঁর বকেয়া টাকার পরিমাণ ৩২ হাজার ৪৯২ টাকা। কমল নাথের কাছে পুরসভার পাওনা ২৫ হাজার ৩৩০ টাকা।
(বর্তমান)

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার সামনে বাউণ্ডারি ঘেরা একখানি খালি জায়গা বিক্রয় আছে।

যোগাযোগের স্থান—

প্রশান্তকুমার রায়

(মহাবীর বস্ত্রালয়)

রায় ভবন, দরবেশপাড়া

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ফোন জঙ্গি: ১০°, রঘু ২৭

বিজ্ঞপ্তি

জংগীপুর কলেজ

জঙ্গিপুর ॥ মুর্শিদাবাদ

এতদ্দ্বারা জঙ্গীপুর কলেজ ২নং ছাত্র আবাসিকের পাচক মৃত এরসাদ আলির আইনসম্মত উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারীগণ যদি কেহ থাকেন তাহা হইলে আগামী ৩১-১২-৮৬ তারিখে বুধবার বেলা দুই ঘটিকার মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণাদি সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত সাক্ষাৎ করতঃ মৃত এরসাদ আলির প্রাপ্য এপ্রিল '৮৬ হইতে জুন '৮৬ মাসের বেতন বাবদ ৯৯৩ টাকা গ্রহণ করিবার জন্য জানান যাইতেছে অন্যথায় উক্ত টাকা সরকারের নিকট ফেরত দেওয়া হইবে। এবং ভবিষ্যতে কোনরকম দাবী গ্রাহ্য করা হইবে না।

স্বাঃ কে, চ্যাটার্জী

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, সম্পাদক

জঙ্গীপুর কলেজ

মুর্শিদাবাদ

কংগ্রেস প্রতিনিধি দলের স্মারকলিপি পেশ

ফরাক্কা : গত ২৭ নভেম্বর কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল ফরাক্কা ব্যারেজের টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসারী কমিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে ফরাক্কা ব্যারেজ জনিত নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি সমাধানের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেন ও একটি স্মারকলিপি দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও প্রাক্তন এম, এল, এ মোঃ সোহরাব, এম, এল, এ হাবিবুর রহমান ও সামসেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হাসান আলি। চেয়ারম্যান সমস্যাগুলি সম্বন্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের আশ্বাস দেন।

ক) ফরাক্কা লকগেটের নীচে ৭ আর, ভিতে ঘোড় ইপাড়া বেওয়ার নিকট জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা যাতে ঐ বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যার হাত থেকে রক্ষা পায়। খ) জঙ্গীপুর ব্যারেজের নিচে ১নং সেক্টারে খেজুরতলায় অনতিবিলম্বে ভাঙ্গন রোধের এবং ধুলিয়ান যাতে পদ্মাগর্ভে বিলীন না হয় সেজন্য পাকা-পোক্ত ব্যবস্থা। গ) ফিডার ক্যানেলে আহিরণ ব্রীজের বাম পার্শ্বে জল নিষ্কাসনের ব্যবস্থা। ঘ) ফিডার ক্যানেলের আহিরণ ব্রীজ থেকে নজনীপাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা। ঙ) পাগলা নদীর উপর বালিয়াঘাটি-খিদিরপুরের ব্রীজের কাজ ত্বরান্বিত করা। চ) ফিডার ক্যানেল চালু হওয়ার পর জলমগ্ন এলাকার ফসলের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাকরণ। ছ) জঙ্গীপুর ও রঘুনাথগঞ্জের মধ্যে ভাগীরথী নদীর উপর ব্রীজের ব্যবস্থা করা। জ) ধুলিয়ান-পাকুড় রোডে চাঁদপুর ব্রীজের এ্যাপ্রোচ রোড মেরামতের ব্যবস্থা।

না করা অন্যায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থেকে মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। তিনি এইসব ব্যাপারে সংবাদপত্রের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করার ও জনমত গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। শ্রীসেন তাঁর বক্তব্যে দেশের সংবাদপত্রগুলির স্বাধিকার রক্ষা ও সংবাদপত্রের দায়দায়িত্ব সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে প্রেস কাউন্সিলের কর্ত্তব্য ব্যাখ্যা করেন। সারাদেশে ট্রেনে বাসে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর সাংবাদিকদের সমানভাবে কনসেসন দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন এবং সাংবাদিকদের এই দাবীকে পূর্ণ সমর্থন জানান। মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের তরফ থেকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের এবং জেলা প্রশাসনের কাছে যে সব ন্যায়সংগত দাবী জানিয়ে কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি স্মারকলিপিতে সেগুলি উল্লেখ করা হয়।

টাকা আত্মসাৎ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চলছে। আত্মসাতের মোট অর্থ-পরিমাণ এখনো নির্দ্ধারিত হয়নি। স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ, রঘুনাথগঞ্জ ডাকঘরে নিয়ম শৃঙ্খলার অভাবের জন্যই এইসব ঘটনা ঘটছে। শৃঙ্খলার অভাব সম্বন্ধে বহু অভিযোগ পূর্বেও আমাদের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সেসবের কোন প্রতিবিধান হয়নি। এই প্রধান ডাকঘরটির উদ্বোধন লগ্ন থেকেই এর অধীনস্থ লালগোলা, লবণচোয়া, ধনপতগঞ্জ, সুকী প্রভৃতি ডাকঘরে সেভিংস ব্যাঙ্কের বহু টাকা তছরূপের ঘটনা ঘটেছে। এবার প্রধান ডাকঘরেই ঘটলো মনিঅর্ডারের টাকা আত্মসাতের ঘটনা।

পশুর অখাদ্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

খাদ্যের সাথে অখাদ্য পাল্টিয়ে যাচ্ছে ? এই অখাদ্য খেয়ে জঙ্গিপুর পুরসভায় গ্যাষ্ট্রোএনট্রাইটিসের রোগী বেড়েই চলেছে। পুর কমিশনার মৃণাল ব্যানার্জী তার বক্তব্যে বলেন, অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, পুরসভা কলেরা ভ্যাকসিন চালু করতে বেতন দিয়ে আরো ভ্যাক্সিনেটার নিযুক্ত করার প্রস্তাব আনতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তবুও সরকারী প্রশাসন নির্বিকার। মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। বিক্ষোভকারীরা দাবী করে গোডাউনে যদি সত্যই ঐ অখাদ্য থাকে তবে তা নষ্ট করে ফেলার ব বস্থা হোক, নচেৎ তারা বৃহত্তর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গোডাউনের কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবেন। এস, ইউ, সির তরফে পুর কমিশনার মৃণাল ব্যানার্জী এক সাক্ষাৎকারে আমাদের জানান, জনৈক ডিলারকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি লিখিত অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও ঐ অখাদ্য চাল-গম আমাকে নিতে বাধ্য করা হয়েছে। এখনও প্রায় ৫০ কুইঃ মাল আমার গুদামে মজুত আছে এবং খুব শীঘ্র বিলি ব্যবস্থা না হলে তা গুঁড়ো ধুলো হয়ে যাবে।

বাড়ী বিক্রয়

১৫নং ওয়ার্ডে দুকাঠা জায়গার উপর চারখানি ঘর এবং বসতবাটী নির্মাণের উপযুক্ত ফাঁকা জায়গা বিক্রয় হইবে

যোগাযোগ করুন—

মানিকচাঁদ সূত্রধর

দরবেশপাড়া কয়লা ডিপো

রঘুনাথগঞ্জ

যৌতুকে V I P

সকল অনুষ্ঠানে V I P

ভ্রমণের সাথী V I P

এর জুড়ি কি আর আছে !

সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের

V I P সেন্টারে

এজেণ্ট

প্রভাত ষ্টোর দুলুর দোকান

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

দাস ব্যাটারী কোং

প্রোঃ মদনমোহন দাস

ষ্টোরেজ ব্যাটারী ও ব্যাটারী প্লেট প্রস্তুতকারক

(১৫ মাসের গ্যারান্টি দেওয়া হয়)

উমরপুর, পোঃ ঘোড়শালা;

জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন : আর জি জি ১৫৫

ফোন : ১১

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সের

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

মিরাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সহজ কিস্তিতে বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।